কার্ল লিবক্নেখট

কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট

সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর

প্রাপ্তি স্থান—
বর্ম্মণ পাবলিশিং হাউস
জাতীয় পুস্তক প্রকাশক ও বিক্রেতা
২০৯, কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

চার আনা]

প্রকাশক—আবদুল হালিম
গণশক্তি পাবলিশিং হাউস
(রুম নং ২৫) ৪১নং জ্যাকারিয়া ষ্ট্রীট,
কলিকাতা।

[সকল জাতীয় পুস্তকের দোকানে প্রাপ্তব্য।]

৩০ নং হরিতকী বাগান লেন, কলিকাতা
কালিকা প্রিন্টিং ওয়ার্কস হইতে
আবদুল হালিম কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

ভূমিকা

বুর্জোয়া সমাজের বাঁধা গৎ অনুযায়ী যারা জীবন যাপন করে তাদের জীবনচরিত বুর্জোয়া সমাজের লোকেরা অত্যন্ত সমাদরের সঙ্গে পড়ে থাকে। তাই রাজা, মহারাজা, সাধু, ফকির, ভাট, প্রভৃতির জীবনচরিত বুর্জোয়াদের সাহিত্যের এতটা অংশ জুড়ে থাকে। যারা এই বুর্জোয়া সমাজকে ধ্বংস করে তার জায়গায় শ্রেণীভেদলুপ্ত কমুনিষ্ট সমাজ প্রতিষ্ঠা করবার ব্রত গ্রহণ করেছে তাদের পক্ষে বুর্জোয়া সমাজের এই সব "মহৎ" ব্যক্তিদের জীবনী পড়া হচ্ছে অযথা সময় নষ্ট করার সামিল। শুধু বিলাসের জন্যে বই পড়ার সময় আজ নেই। আমাদের যুগ হচ্ছে বিপ্লবের যুগ। বিপ্লবের যুগের যারা কর্ম্মী তারা জীবনের কোন অংশেই বিলাসকে স্থান দিতে পারে না। আজ আমাদের পড়তে হবে শুধু বিপ্লবের নীতি ও বিপ্লবীদের জীবনী, ভাবতে হবে বিপ্লব, সমস্ত হৃদয় দিয়ে অনুভব করতে হবে শুধু বিপ্লব। বিপ্লবকে কেন্দ্র করে জীবনের সমস্ত চিন্তা ও অনুভূতিকে নিয়ন্ত্রিত করাই হচ্ছে বর্ত্তমান যুগের তরুণদের একমাত্র কর্ত্তব্য।

ভূমিকা

লিব্‌ক্নেখ্‌টের জীবনী বিপ্লবের কেন্দ্রের দিকে তরুণদের মন চালিত করবে এই দৃঢ় বিশ্বাস আমার আছে, এবং এই বিশ্বাসেই এই সংক্ষিপ্ত জীবনী লিখেছি। এই জীবনী শুধু চোখ বুলিয়ে পড়ে গেলে কোন ফলই হবে না। সামাজিক কাঠামো বদল করবার যে নীতি ও প্রণালী লিব্‌ক্নেখ্‌ট তাঁর সারা জীবনের কার্য্যের মধ্যে দিয়ে দেখিয়েছেন, বিপ্লবের সেই নীতি ও প্রণালী ভারতবর্ষের ক্যাপিটালিষ্ট ও ফিউডাল সামাজিক কাঠামোকে ভাঙ্গবার ব্রতে আমরা কি করে ব্যবহার করতে পারি সে সম্বন্ধে আলোচনা আমাদের করতে হবে। জার্ম্মানীতে শ্রমিক-বিপ্লব সোশালিষ্ট নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার ফলে সফল হতে পারে নি। আমাদের দেশে যারা আজ সোশালিষ্ট বলে নিজেদের জাহির করছে তাদের সম্বন্ধে ভারতবর্ষের বিপ্লবী তরুণেরা সজাগ থাকবে আশা করি।

১৫ই জানুয়ারী, ১৯৩৪ শ্রীসৌম্যেন্দ্র নাথ ঠাকুর

কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট

—০*০—

১৮৪৮ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্সে বিপ্লবের ফলে রাজা লুই ফিলিপের রাজত্বের অবসান ঘটে ও দ্বিতীয় বারের মত ফ্রান্সে রিপাব্‌লিক রাষ্ট্রের পত্তন হয়। ফ্রান্সে বিপ্লব ঘটেছে এই খবর পেয়ে শত-শত জার্ম্মান বিপ্লবীরা প্যারিসে সম্মিলিত হন। প্যারিস থেকে জার্ম্মানীকে স্বেচ্ছাচারতন্ত্রের কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে বিপ্লব আন্দোলন গড়ে তুলতে পারবেন এই ছিলো এই বিপ্লবীদের একান্ত বিশ্বাস ও অন্তরতম কামনা। এই একই উদ্দেশ্যে আইন অধ্যয়নরত ছাত্র, বাইশ বৎসর বয়স্ক ভিল্‌হেলম লিব্‌ক্নেখ্‌ট ১৮৪৮ সালে জার্ম্মানীতে থেকে প্যারিসে গিয়ে উপস্থিত হ'ন। সেই বছরের সেপ্টেম্বর মাসে দক্ষিণ জার্ম্মানীর বাডেন

প্রদেশে ষ্ট্রুভে রিপাব্‌লিক ঘোষণা করেন। রিপাব্‌লিক ঘোষিত হয়েছে এই খবর পাবামাত্র ষ্ট্রুভেকে সাহায্য করার জন্যে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও তাঁর সহকর্ম্মীরা প্যারিস থেকে যত শীঘ্র সম্ভব বাডেনে গিয়ে হাজির হন। এই বিপ্লব আন্দোলন কিন্তু অচিরেই পরাজিত হয় ও তার ফলে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও তাঁর সহকর্ম্মীরা বন্দী হন। আট মাস ধরে পুলিশ এই বিপ্লবীদের সমস্ত কার্য্যকলাপের বিবরণ সংগ্রহ করার পর ১৮৪৯ সালের মে মাসে এঁদের বিচারের দিন নির্দ্ধারিত হয়। নির্দ্ধারিত বিচারের দিনের ঠিক দু'দিন আগে বাডেনে বিপ্লব-আন্দোলন পুনর্ব্বার প্রবলরূপে মাথা ঝাঁকা দিয়ে ওঠে। বাডেনের গ্র্যাণ্ড ডিউক সময়মত পালিয়ে প্রাণ বাঁচায়। গণ-সাধারণ বাডেন গভর্ণমেণ্টের কর্ম্মচারীদের বাধ্য করে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও অন্যান্য বিপ্লবীদের মুক্তি দিতে। মুক্তি পাওয়া মাত্রই লিব্‌ক্লেখ্‌ট বিপ্লব আন্দোলনকে বলীয়ান করে তোলবার জন্যে লোক সংগ্রহের কাজে নিযুক্ত হন। ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল

স্বেচ্ছাচারতন্ত্র কিন্তু সাময়িক ভাবে শ্রমিক ও কৃষক-দের বিপ্লব আন্দোলনকে দমন করতে সক্ষম হয় ও তার ফলে লিব্‌ক্নেখ্‌ট জার্ম্মানী থেকে সুইজার-ল্যাণ্ডে চলে যেতে বাধ্য হ'ন। সুইজারল্যাণ্ডেও কিন্তু তাঁর পক্ষে বেশীদিন থাকা সম্ভব হোলো না। একটী মিটিংয়ে বক্তৃতা দেবার অপরাধে পুলিশ তাঁকে সুইজারল্যাণ্ড থেকে বের করে দেওয়ায় লিব্‌ক্নেখ্‌ট লণ্ডনে চলে যান। কার্ল মার্কস্‌ ও এঙ্গেল্‌স্‌ এই সময়ে লণ্ডনে বাস করতেন। মার্কসের ও এঙ্গেল্‌সের বন্ধুত্ব লাভ করবার সৌভাগ্য লিব্‌ক্নেখ্‌টের ভাগ্যে ঘটেছিলো। কয়েক বছর ধরে লিব্‌ক্নেখ্‌ট বিপ্লবমূলক সোশালিষ্ট সাহিত্যের মধ্যে ডুবে রইলেন।

কয়েক বছর পরে প্রথম ভিল্‌হেল্‌মের সিংহাসন প্রাপ্তির উৎসব উপলক্ষে দণ্ডিত রাজনৈতিক অপ-রাধীদের দণ্ড থেকে অব্যাহতি দেওয়া হয়। এই ক্ষমা-ঘোষণার সুযোগ নিয়ে লিব্‌ক্নেখ্‌ট জার্ম্মানীতে ফিরে আসেন ও নর্ড ডয়েচেন আলগেমাইনেন

সাংইটুঙ্গ (উত্তর জার্ম্মান পত্রিকা) নামক পত্রিকার সম্পাদক বিভাগে কাজ নেন। জার্ম্মান রাষ্ট্রের কর্ণধার হবার পরেই বিসমার্ক টাকা দিয়ে এই পত্রিকার অধ্যক্ষ ব্রাস্‌কে কিনে নেয়। লিব্‌ক্লেখ্‌ট তীব্র প্রতিবাদ করে এই পত্রিকার সঙ্গে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করেন।

এই সময় থেকে লিব্‌ক্লেখ্‌ট বিসমার্কের স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে এবং যুদ্ধের জন্য তৈরী করার জন্যে বিসমার্ক জনসাধারণের মধ্যে যে বিদ্বেষ প্রচার করছিলো তার বিরুদ্ধে ঘোরতর সংগ্রাম চালাতে স্থরু করেন। ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে ফ্রান্স ও জার্ম্মানীর মধ্যে যুদ্ধ স্থরু হলে একমাত্র লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও বেবেল জার্ম্মান পার্লামেণ্টে যুদ্ধের জন্যে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের অর্থদাবীর সমর্থন করেন নি। ১৮৭১ সালে প্যারিসের শ্রমিকেরা বিপ্লব স্থরু করলে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও বেবেল উভয়েই সেই বিপ্লবের সঙ্গে তাঁহাদের আন্তরিক সহানুভূতি ঘোষণা করেন ও তার ফলে ১৮৭২ সালের মার্চ্চ

মাসে তাঁরা দুই বৎসরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন।

এই বিপ্লবী পিতার ছেলে কার্ল ১৮৭১ সালের ১৩ই আগষ্ট তারিখে লাইপ্‌জিগে জন্ম গ্রহণ করেন। কার্লের মা নাটালিয়ে রে (বিবাহের পূর্ব্বের নাম) প্রসিদ্ধ পাদ্রী ভাইডিগের ভাগ্নী। পাদ্রী ভাইডিগ্‌ জার্ম্মানীতে কৃষকদের জন্যে প্রথম বিপ্লবমূলক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করেন। এই সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠা করার দরুণ তাঁকে কারারুদ্ধ করা হয় এবং নৃশংসভাবে খুন করা হয়। বিসমার্ক যখন সোশালিষ্টদের বিরুদ্ধে তার প্রসিদ্ধ আইন জারি করে, কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌টের বয়স তখন সাত বছর। সোশালিষ্টদের উপর ভয়ানক অত্যাচার সুরু হোলো। অত্যাচারের ফলে কিন্তু সুফলই ফল্‌লো। শ্রমিক আন্দোলনের মধ্যে যে সব সুবিধেবাদীরা আপনাদের স্বার্থ সিদ্ধি করবার জন্যে ঢুকেছিলো তারা অত্যাচারের ভয়ে একে একে শ্রমিক-আন্দোলন থেকে সরে পড়লো। নানা

ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলে বিভক্ত জার্ম্মান শ্রমিক-আন্দোলন এই অত্যাচারের ফলে একটি সঙ্ঘবদ্ধ সুবিধাবাদী-বর্জ্জিত শ্রমিক-আন্দোলনে পরিবর্ত্তিত হোলো। বিসমার্ক এই আইন পাশ করে সোশাল ডেমোক্রেটিক সংবাদপত্রগুলি বন্ধ করে দেয়। সোশালিষ্ট কাগজগুলিতে লিখে যা কিছু পেতেন তাই দিয়েই ভিল্‌হেল্‌ম্‌ লিব্‌ক্লেথ্‌ট তাঁর বিপুল পরিবার পালন করতেন ও অভাবগ্রস্ত বহু সহকর্ম্মীদের সাহায্য করতেন। সোশালিষ্ট কাগজগুলি বন্ধ করে দেওয়ার পর লিব্‌ক্লেথ্‌ট-পরিবারের আর্থিক দুর্গতির সীমা ছিল না। চিরন্তন অভাব ও অস্বচ্ছলতার মধ্যেই কার্ল লিব্‌ক্লেথ্‌ট মানুষ হ'ন। অশেষ রকমে অত্যাচার ও নিপীড়ন করেও বিসমার্ক ভিল্‌হেলম্‌ লিব্‌ক্লেথ্‌টকে দমাতে পারে নি। শ্রমিক বিপ্লব সমস্ত অত্যাচার ও প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও জয়ী হবে এই অটল বিশ্বাস অন্তরের মধ্যে দৃঢ় করে ধরে রেখে ভিল্‌হেল্‌ম্‌ লিব্‌ক্লেথ্‌ট তেজদৃপ্ত স্বরে ঘোষণা করলেন—"সোশাল ডেমোক্রাটিক দল

কোন অবস্থাতেই কোন বিষয়েই শত্রুর সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা চালাবে না। আপোষের কথাবার্ত্তা চালানো শুধু তখনই সম্ভব যখন দুইদলের মতবাদ একই নীতিমূলক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। যার মতবাদের সঙ্গে সম্পূর্ণ বিরোধ রয়েছে সেই শত্রুর সঙ্গে আপোষের কথাবার্ত্তা চালানোর অর্থ হচ্ছে নিজের মতবাদকে সম্পূর্ণভাবে বিসর্জ্জন দেওয়া। মতবাদের নীতিমূলক ভিত্তি অখণ্ডনীয়। হয় তাকে সম্পূর্ণভাবে রাখতে হবে, নয় তাকে সম্পূর্ণভাবে বলি দিতে হবে। ক্ষুদ্রতম নীতিমূলক আপোষ হচ্ছে নীতিকে বিসর্জ্জন দেওয়ার নামান্তর মাত্র।"

ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সময় থেকে আজ পর্য্যন্ত বুর্জোয়াদের সঙ্গে যেমন করে হোক আপোষ করে শ্রমিকদের স্বার্থ ক্যাপিটালিষ্টদের পায়ে বলি দিতে ব্যস্ত, জার্ম্মানী ও অন্যান্য ক্যাপিটালিষ্ট দেশের সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের বিশ্বাসঘাতক নেতারা এই বিপ্লবী শ্রমিক-নেতার উক্তি যদি ভুলেও স্মরণ

করতো তাহলে তারা এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতা এত নির্ব্বিবাদে করতে পারতো না। ১৯০০ সালের ৭ই আগষ্ট তারিখে ভিল্‌হেলম্‌ লিব্‌ক্নেখ্‌টের মৃত্যু হয়। ভিল্‌হেলম্‌ লিব্‌ক্নেখটের জীবিতকালেই সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে শ্রমিক-বিপ্লবের বিরোধী মতবাদ ধীরে ধীরে মাথা তুলতে স্বুরু করে। বার্ণষ্টাইন্‌ প্রভৃতি সোশাল ডেমোক্রাটিক-নেতারা বিপ্লবমূলক মার্কসীয় মতবাদের সঙ্গে বিপ্লব-বিরোধী বুর্জোয়া মতবাদের ভেজাল মিশিয়ে শ্রমিক-আন্দোলনকে সংস্কারবাদের চোরা বালির মধ্যে চালিত করে নিয়ে গিয়ে বুর্জোয়াদের তুষ্ট করবার কাজে মনপ্রাণ দিয়ে লেগে যায়। মৃত্যুর কিছুকাল পূর্ব্বে ভিল্‌হেলম্‌ লিব্‌ক্নেখ্‌ট যখন সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের সুবিধাবাদীদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম সুরু করেন তখন বৃদ্ধ পিতার মতের সম্পূর্ণ অনুমোদন করে কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট বার্ণেষ্টাইন প্রভৃতির বিরুদ্ধে ঘোরতর আঁন্দোলন চালান। এই সময় থেকে কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গ সোশাল

ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে একটি চরমপন্থী সোশালিষ্টদের কেন্দ্র গড়ে তুলে বিপ্লব-বিরোধী সংস্কারবাদের বিরুদ্ধে ঘোরতর আন্দোলন চালাতে থাকেন। একমাত্র লিব্‌ক্লেখ্‌টই এই সময় প্রতিক্রিয়াশীল সোশাল ডেমোক্রাটিক নেতা নস্কের মিলিটারিজমের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন। ১৯০৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে এসেন সহরে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের বাৎসরিক কংগ্রেস নস্কে তার মিলিটারিষ্টিক মতবাদের সমর্থন করে বলে—"আমরা জার্ম্মানীকে যতদূর সম্ভব সশস্ত্র দেখতে চাই। জার্ম্মান জাতির ঘোরতর বিপদ উপস্থিত হলে আমরা সোশাল ডেমোক্রাটেরা যুদ্ধে যোগ দেবো।"

নস্কের বিরুদ্ধে বক্তৃতায় লিব্‌ক্লেখ্‌ট বলেন "নস্কে তার বক্তৃতার শেষে বলে" আমরা জার্ম্মানীকে যতদূর সম্ভব সশস্ত্র দেখিতে চাই।" এই বক্তৃতা একজন সোশাল ডেমোক্রাটের মুখ থেকে নির্গত হলো। সমস্ত বক্তৃতাটিতে নস্কে একবারও সোশাল

ডেমোক্রাটিক দলের শ্রেণী-সংঘাতমূলক মতবাদের কথা উল্লেখ করলো না। একথা নস্কে জোর দিয়া বললো না যে আমরা সোশাল ডেমোক্রাটেরা মিলিটারিজম্‌কে শাসক শ্রেণীর শ্রেণীগত স্বার্থ পুষ্টি করবার যন্ত্র হিসাবে গণ্য করি বলে আমরা মিলিটারিজমের সম্পূর্ণ বিরোধী। নস্কের বক্তৃতাটির মধ্যে শ্রমিকদের আন্তর্জাতিক সহযোগীতার প্রয়োজন সম্বন্ধে একটি শব্দ পর্য্যন্ত নেই।” এই কংগ্রেসের দু মাস পরে নভেম্বর মাসে “মিলিটারিজম ও মিলিটারিজমের বিরুদ্ধতা” নামক এক প্রবন্ধ লেখার ফলে লিব্‌ক্নেখ্‌ট দেড় বৎসরের জন্য কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। ১৯০৯ সালে শ্লেসিয়েন প্রদেশের কারাগার থেকে মুক্তি পেয়ে লিব্‌ক্নে্খ্‌ট বার্লিনে ফিরে আসেন। সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে আবার বিরোধ সুরু হয়। লিব্‌ক্নেখ্‌টের নেতৃত্বে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মধ্যে চরমপন্থী সোশালিষ্টদের যে কেন্দ্রটি গড়ে উঠেছিলো, সেই কেন্দ্র থেকে সোশালিষ্ট তরুণদের বিপ্লবের উপযুক্ত

পলিটিকাল শিক্ষা দেওয়ার জন্য দলের কার্য্যকরী সমিতিতে দাবী করা হয়। সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের বিশিষ্ট নেতাদের মধ্যে অন্যতম, যুদ্ধের পরবর্ত্তী কালের জার্ম্মান রিপাব্‌লিকের প্রথম প্রেসিডেন্ট এবার্ট, সোশালিষ্ট তরুণদের বিধিমত পলিটিকাল শিক্ষা দেবার ঘোরতর বিরোধী ছিলো। এবার্ট প্রভৃতি বুর্জ্জোয়াভাবাপন্ন মোড়লদের সঙ্গে অনেক কলহ বিবাদের পর লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও তাঁর সহকর্ম্মীরা সোশালিষ্ট তরুণদের জন্য নির্দ্দিষ্ট "আরবাইটার ইউগেণ্ড" (শ্রমিক-তরুণ) নামক পত্রিকাটির উন্নতি সাধন করবার জন্য দলের মোড়লদের বাধ্য করেন। এই পত্রিকার মারফৎ লিব্‌ক্নেখ্‌ট দলের সুবিধাবাদী বুর্জ্জোয়াভাবাপন্ন মোড়লদের অনেক অপ্রিয় সত্য শুনিয়েছিলেন।

আমেরিকায় "ডেমোক্রাশির" অপূর্ব্ব সাফল্যের স্তুতি সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মোড়লদের মুখে প্রায়ই শোনা যেতো। সেই ডলার ডেমো-ক্রাশির আসল চেহারাটা কাছ থেকে দেখবার জন্য

লিব্‌ক্লেখ্‌ট কিছু কালের জন্য আমেরিকায় যান। ডলার ডেমোক্রাশির বীভৎস শোষণ-যন্ত্রের সমস্ত অংশগুলিকে পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বিচার করে দেখে লিব্‌ক্লেখ্‌ট জার্ম্মানীতে ফিরে আসেন। ১৯২২ সাল থেকে লিব্‌ক্লেখ্‌ট জার্ম্মান পার্লামেণ্টের সদস্য নির্ব্বাচিত হন। যুদ্ধের কিছুকাল আগে জার্ম্মান মিলিটারিজমের বিরুদ্ধে পার্লামেণ্টে এক বক্তৃতা প্রসঙ্গে লিব্‌ক্লেখ্‌ট বলেন—"মশায়রা, জার্ম্মান গণসাধারণকে অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গে সংঘর্ষ নিযুক্ত করে, জাতীয়তার মাদকতায় মত্ত করে তুলে, দেশের মধ্যে আপনারা যে পলিটিক্যাল পাপ করছেন সেই পাপকে চাপা দিতে পারিবেন তাই যদি মনে করে থাকেন তাহলে আপনারা অত্যন্ত ভুল করছেন। গণসাধারণের স্মৃতিশক্তি যাতে প্রবলতর হয় ও যাতে দেশের মধ্যে যে সব পলিটিকাল অপকর্ম্ম আপনারা করছেন তা তারা ভুলে না যায় তার বন্দোবস্ত করতে আমরা কোন ত্রুটি করবো না। আমরা অধিকন্তু চেষ্টা করবো যাতে গণসাধারণ দলে

দলে ক্রমবর্দ্ধমান সংখ্যায় সোশাল ডেমোক্রাটিক দলে যোগ দেয় ও সমগ্র জার্ম্মানীতে গণসাধারণের উপর যে প্রবল অত্যাচার করা হচ্ছে সেই অত্যাচার থেকে আপনাদের মুক্ত করে।" কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট এই সময় থেকে বার বার করে জার্ম্মান শ্রমিকদের ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের নিত্য ঘনায়মান আশঙ্কা সম্বন্ধে সতর্ক করে দিতে লাগলেন। আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণী যদি ইম্পিরিয়ালিষ্টদের সমস্ত যুদ্ধ-অভিসন্ধি ধ্বংস করবার জন্যে সময়মত তাদের শক্তি ব্যবহার না করে তাহলে এই ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী এই কথা জার্ম্মানীর শ্রমিকেরা সেদিন কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌টের মুখ থেকে বারম্বার শুনেছিলো। শুধু জার্ম্মান শ্রমিকদের ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে সতর্ক করে দিয়ে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ক্ষান্ত থাকেন নি। যুদ্ধ আরম্ভের অনতিপূর্ব্বে লিব্‌-ক্লেখ্‌ট ফ্রান্সের প্রধান প্রধান ইন্ডাষ্ট্রিয়াল সহরে এবং প্যারিসে জার্ম্মান সোশালিষ্টদলের প্রতিনিধি-রূপে ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধে অগ্নিময়ী বক্তৃতা

দেন। ফরাসী ইম্পিরিয়ালিষ্টদের যুদ্ধের ফাঁদে যাতে ফরাসী শ্রমিকেরা কোন মতে না পড়ে, তার জন্যে তিনি ফরাসী শ্রমিকদের সজাগ থাকিতে উপদেশ দেন।

১৯১৪ সালের ২৫শে জুলাই তারিখে জার্ম্মান সোশাল ডেমোক্রাটিকদল দলের মুখপত্র "ফরভের্টস" (অগ্রসর) পত্রিকায় নিম্নলিখিত ঘোষণা জারি করলো।

"জার্ম্মানীর শ্রেণী-সত্ত্বা-সচেতন শ্রমিক শ্রেণী মানবতা ও সভ্যতার নামে যুদ্ধাকাঙ্ক্ষীদের অসৎ ও ঘৃণ্য প্রচেষ্টার তীব্র প্রতিবাদ করছে। জার্ম্মান শ্রমিকশ্রেণী জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের কাছে দাবী করছে যে জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট তার সমস্ত শক্তি দিয়ে অষ্ট্রিয় গভর্ণমেণ্টকে শান্তিরক্ষা করতে বাধ্য করুক। যদি সব চেষ্টা সত্ত্বেও এই ঘৃণ্য যুদ্ধ বন্ধ করা অসম্ভব হয় তাহলে যাই ঘটুক না কেন জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট যেন কিছুতেই যুদ্ধে যোগদান না করে। জার্ম্মান সৈনিকের একবিন্দু রক্তও যেন অষ্ট্রিয়ার

স্বেচ্ছাচারী ইম্পিরিয়ালিষ্ট শাসকদের স্বার্থসিদ্ধির জন্যে না ঝরে। যে শাসকশ্রেণী শান্তির সময়ে তোমাদের শোষণ করে ও ঘৃণা তাচ্ছিল্য করে সেই শাসকশ্রেণীই যুদ্ধের সময় তোমাদের কামানের খাদ্য হিসাবে ব্যবহার করিতে চায়। এই পশু-শক্তির বর্ব্বর অধিকারীদের কাণে গর্জ্জিত হৌক তোমাদের ডাক—"আমরা যুদ্ধ চাহি না। যুদ্ধ দলিত হৌক! জয়, আন্তর্জাতিক গণভ্রাতৃত্বের জয়।"

এর কয়েকদিন পরেই ৪ঠা অগষ্ট তারিখে ইম্পিরিয়াল জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট অষ্ট্রীয়ার সঙ্গে যোগ দিয়ে যুদ্ধ ঘোষণা করে। সেই একই তারিখে জার্ম্মান পার্লামেণ্টের যে অধিবেশন হয় সেই অধিবেশনে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের হয়ে দলের নেতা যুদ্ধকে সমর্থন করে বল্‌লো—"বর্ত্তমানে আমরা সম্মানজনক যুদ্ধের সম্মুখীন হয়েছি। শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কায় আমরা ভীত। যা আমরা বরাবর বলে এসেছি সেই বাক্যকে আমরা

৩

সত্য বলে প্রতিপন্ন করবো। বিপদের সময় আমরা মাতৃভূমিকে বিপদবেষ্টিত দেখে সরে পড়ব না। আমরা সেই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের (দ্বিতীয় ইন্‌টার-ন্যাশানাল) সঙ্গে এক মত যে সঙ্ঘ প্রত্যেক জাতির স্বাধীনতার ও আত্মরক্ষার নায্য অধিকার স্বীকার করে। এই কারণ বশতঃই আমরা গভর্ণমেণ্ট যুদ্ধের জন্য যে অর্থের দাবী করেছেন সেই দাবীর সমর্থন করি।”

এই ঘোষণা করার আগে পার্লামেণ্টে সোশাল ডেমোক্রাটিক সভ্যদের দলীয় অধিবেশনে লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও আরো কয়েকজন এই ঘোষণার তীব্র সমালোচনা করেন ও এই ঘোষণা যাতে না করা হয় তার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করেন। তাঁদের প্রতিবাদ ও বিরুদ্ধতা সত্ত্বেও পার্লামেণ্টের অধিবেশনে এই ঘোষণাকে পার্লামেণ্টের সমস্ত সোশাল ডেমোক্রাটিক সভ্যদের মত বলে ব্যক্ত করা হলো। কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট পার্লামেণ্টের অধিবেশনে তার কোনো প্রতিবাদ করলেন না। অচিরেই লিব্‌ক্লেখ্‌ট

বুঝতে পারলেন যে জার্ম্মান ইম্পিরিয়ালিষ্টদের স্বার্থ সিদ্ধি করতে ব্যস্ত এই বিশ্বাস-ঘাতক সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের জঘন্য ঘোষণার প্রকাশ্য প্রতিবাদ না করে তিনি বিষম ভুল করেছেন। সেই ভুল শোধরাবার সুবিধার জন্য তাঁকে বেশী দিন অপেক্ষা করতে হয়নি। ১৯১৪ সালের ২রা ডিসেম্বর জার্ম্মান গভর্ণমেণ্ট যখন পার্লামেণ্টের অধিবেশনে আবার টাকা ধার করবার জন্য নতুন প্রস্তাব আন্‌লো তখন পার্লামেণ্টের প্রায় পাঁচশো সভ্যের মধ্যে একমাত্র লিব্‌ক্নেখ্‌ট সেই প্রস্তাবের বিপক্ষে ভোট দিলেন। প্রস্তাবের বিপক্ষতা করবার কারণ দেখিয়ে লিব্‌ক্নেখ্‌ট বল্লেন "যুদ্ধরত দেশগুলির একটি দেশেরও জনগণ এই যুদ্ধ চায়নি। জার্ম্মানী কিম্বা অন্য কোন যুদ্ধরত দেশের গণসাধারণের মঙ্গলের জন্য এই যুদ্ধ আরম্ভ করা হয় নি। এই যুদ্ধ হচ্ছে ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ। পৃথিবীর বাজার ভাগাভাগির জন্য এবং ব্যাঙ্কের মূলধন খাটাবার জন্য অধিকৃত জায়গার সীমা বাড়াবার ফন্দিতে ক্যাপিটালিষ্টদের

এই যুদ্ধ। ক্রমোন্নতিশীল শ্রমিক আন্দোলনকে হীনবল ও বিভক্ত করাই হচ্ছে এই যুদ্ধের প্রধান উদ্দেশ্য। জারের শাসনের বিরুদ্ধে" এই প্রবঞ্চনাময় কথাগুলি (বর্ত্তমান কালে মিলিটারিজমের বিরুদ্ধে ইংরাজীয় ও ফরাসী উক্তিগুলি এই একই জাতের) শুধু গণসাধারণের গভীরতম বিপ্লব-মূলক আশা ও চিন্তাকে অন্য দেশের গণসাধারণের প্রতি হিংসা ও বিদ্বেষে পরিণত করবার জন্য ব্যবহার করা হচ্ছে। জারের গভর্ণমেণ্ট ও জার্ম্মানীর গভর্ণমেণ্ট একই দোষে দোষী। পলিটিকাল উন্নতির দিক থেকে বিচার করে দেখলে বর্ত্তমান জার্ম্মানী অত্যন্ত পিছিয়ে-পড়া দেশ। গণসাধারণের মুক্তি সাধন করা এই জার্ম্মানীর কাজ নয়। জার্ম্মানী ও রাশিয়ার গণসাধারণের মুক্তি এই দুইটি দেশের গণসাধারণের উপর সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করে। যত শীঘ্র সম্ভব শান্তি, জয় ও অধিকার করবার পূর্ব্বে শান্তি, এই হচ্ছে আমাদের দাবী। শুধু শ্রমিক শ্রেণীর আন্তর্জাতিক সঙ্ঘবদ্ধতার উপর ও প্রত্যেক দেশের গণসাধারণের

স্বাধীনতার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শান্তি স্থায়ী ও নিশ্চিত হ'তে পারে।"

অলঙ্কারের বাহুল্যশূন্য এই সোজা, দৃপ্ত ও মহৎ কথাগুলি লিব্‌ক্নেখ্‌ট সে দিন জার্মান ইম্পিরিয়া-লিষ্টদের উপর ও সেই ইম্পিরিয়ালিষ্টদের পৃষ্ঠপোষক পশুর অধম জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক নেতাদের উপর শুধু জার্মান শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসেবে নয় আন্তর্জাতিক শ্রমিক শ্রেণীর নেতা হিসেবে বর্ষণ করেছিলেন। সে দিন শুধু যে জার্মান বুর্জোয়াদের পত্রিকাগুলোই লিব্‌ক্নেখ্‌টকে অকথ্য গাল দিয়েছিল তা নয়। এই বুর্জোয়া পত্রিকাগুলি যে লিব্‌ক্নেখ্‌টকে গাল দেবে সে তো অতি স্বাভাবিক। জার্মান সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মুখপত্র "ফরওয়ার্টস" পত্রিকায় লিব্‌ক্নেখ্‌টকে "দেশদ্রোহী" "বিদেশীদের চর" প্রভৃতি বহু নামে অভিহিত করা হোলো।

ইম্পিরিয়ালিষ্টদের ও সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের বিশ্বাসঘাতক নেতাদের লিব্‌ক্নেখ্‌টের প্রতি

এই ঘৃণা থেকে সুফলই ফল্‌লো। লক্ষ লক্ষ শ্রমিক, সৈনিক ও কৃষকেরা পরিষ্কার বুঝতে পারলো যে তাদের অন্তরের কথা, তাদের অনাহার, দুঃখ দারিদ্র্যের কথা ইম্পিরিয়ালিষ্টদের জোরের সঙ্গে শুনিয়ে দেবার লোক হচ্ছেন কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট। সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের এই জঘন্য বিশ্বাসঘাতকতার ফলে লক্ষ লক্ষ শ্রমিক সেদিন সোশালিজমের উপর বিশ্বাস হারিয়েছিল। কার্ল লিব্‌ক্নেখট্‌ই সেদিন তাঁর বাক্য ও আচরণের দ্বারা লক্ষ লক্ষ শ্রমিকদের মনে সোশালিজমের উপর বিশ্বাসকে পুনঃ সঞ্জীবিত করতে পেরেছিলেন। শুধু জার্ম্মানীতে নয়, জার্ম্মানীর বাইরে, অনেক দেশেই লিব্‌ক্নেখ্‌টের তেজদৃপ্ত বাক্য ও আচরণ লক্ষ লক্ষ হৃদয়ের শ্রদ্ধা অর্জ্জন করেছিলো। প্রসিদ্ধ ফরাসী লেখক হাঁরি বারবুস্‌ তাঁর "আগুন" নামক বইতে জনসাধারণের মধ্যে লিব্‌ক্নেখ্‌টের অসাধারণ প্রতিপত্তির উদাহরণ স্বরূপ আমাদের একটি সত্য ঘটনা উপহার দিয়েছেন। বিগত ইম্পিরিয়ালিষ্ট

যুদ্ধের সময় এই ঘটনাটি ঘটে। একটি যুদ্ধে পরাজিত হবার পর একদল ফরাসী সৈনিক একটি খাদের মধ্যে জড় হয়। তাদের মধ্যে একজন বল্‌লো, "এই নরকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেন এমন সব লোকদের সন্ধান যে পাওয়া যায় না তা নয়। এমন এক একটি লোকও দেখা যায় যিনি পৃথিবীর ইতিহাস গুলিয়ে বুঝে সকলকে ডাক দিয়ে বলেন "যুদ্ধ দলিত হউক।" এই কথা শেষ হ'তে না হ'তে আর একজন ফরাসী সৈনিক বল্‌লো "হাঁ, সেই লোক হচ্ছেন কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট"।

সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের ন্যাশানালিষ্টিক আন্দোলনের আসল মানে যে অল্প সংখ্যক শ্রমিকেরা বুঝেছিলো তারা লিবক্লেখ্‌টের নেতৃত্বে সঙ্ঘবদ্ধ হলো। জার্ম্মান পার্লামেণ্টে যুদ্ধের জন্য টাকা ধার করার প্রস্তাবের বিরুদ্ধে তিনি যে বক্তৃতা দেন, সেই বক্তৃতা লিব্‌ক্লেখ্‌ট লক্ষ লক্ষ সংখ্যায় মুদ্রিত করে গণসাধারণের মধ্যে বিতরণের বন্দোবস্ত করলেন। "মাতৃভূমির" প্রতি অগাধ

প্রেমের অধিকারী সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মোড়লদের তিনি তাঁর অগ্নিবর্ষী লেখনীর দ্বারা বারম্বার দগ্ধ করলেন। একটি প্রবন্ধে তিনি লিখলেন, "আন্তর্জাতিক ইম্পিরিয়াল জবাইয়ের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক শ্রমিকশ্রেণীর শ্রেণী-সংঘাতই হচ্ছে বর্ত্তমান কালের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম। প্রত্যেক দেশের গণসাধারণের প্রধান শত্রু দেশের মধ্যেই রয়েছে। জার্ম্মান গণসাধারণের প্রধান শত্রুরা জার্ম্মানীতে। এরা হচ্ছে জার্ম্মান ইম্পিরিয়ালিজম, জার্ম্মান সামরিকদল ও জার্ম্মান গুপ্ত ও কূট রাজনীতি। এই শত্রুদের বিরুদ্ধে জার্ম্মান গণসাধারণকে যুদ্ধ করতে হবে। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের গণসাধারণকেও তাদের আপন দেশের ইম্পিরিয়ালিষ্টদের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করতে হবে। দেশের সীমানার ও ধারের খাদের মধ্যের সৈনিক তোমাদের শত্রু নয়। তোমাদের শত্রু হচ্ছে ক্যাপিটালিষ্ট, যে তোমাদের শোষণ করে। স্প্রে নদীর তীরে ক্যাপিটালিষ্টদের দলন করো। ফরাসী

শ্রমিক স্প্যান্ নদীর ধারে এবং রুশীয় শ্রমিক মস্কভা নদীর তীরে তাদের ক্যাপিটালিষ্টদের ধ্বংস করুক।”

১৯১৫ সালের প্রারম্ভে প্রথমবারের মত লিব্‌ক্লেখ্‌ট একটি ইস্তাহার স্পার্টাকুস্ নামে স্বাক্ষর করে বের করলেন। সহকর্ম্মীদের সাহায্যে তিনি ছোট্ট একটি প্রেস কিনে সেটিকে পুলিশের নজর থেকে লুকিয়ে রাখবার বন্দোবস্ত করেছিলেন। সেই ছোট্ট মুদ্রাযন্ত্রে অসংখ্য ইস্তাহার ছাপিয়ে শ্রমিকদের ও সৈন্যদলের মধ্যে বণ্টন করতে লাগলেন। সৈনিকদের সম্বোধন করে তিনি যে ইস্তাহার ছাপান তাতে লিব্‌ক্লেখ্‌ট লেখেন, “ভাই সৈনিকেরা, এই অমানুষদের ধ্বংস কর যারা তোমাদের মাতৃভূমির নামে কিম্বা রাজার নামে (বুর্জ্জোয়া সমাজের ধারাই এই) বাপ মাকে, কিম্বা ভাই বোনকে গুলি করতে আদেশ করে। ইউনিফর্ম-পরিহিত সেই রক্তপিপাসীকে ধ্বংস কর যে রাজার নাম করে তোমাদের সহকর্ম্মীদের গুলি

করতে কিম্বা ফাঁসি কাষ্ঠে লটকাতে তোমাদের আদেশ করে, যেহেতু তারা মিলিটারিষ্টদের বর্ব্বর আদেশ পালন করতে অসম্মত। সেই বুর্জ্জোয়া ডাকাতদের মারো যারা শুধু নিজেরা যে শ্রমিকদের মুক্তি সংগ্রামের প্রাণপণ বিরুদ্ধতা করে তা নয়, তারা তোমাদের ও তোমাদের শ্রমিক ভাইদের মানুষের পক্ষে ঘোরতর অপমানজনক বুর্জ্জোয়া রাষ্ট্রের দাসত্বের শৃঙ্খলে বেঁধে রাখতে চায়।"

আর একটি ইস্তাহারে সৈনিকদের সম্বোধন করে লিব্‌ক্নেখ্‌ট লেখেন, "তোমাদের সৈন্যদলের নায়ক হিণ্ডেনবুর্গ ও লুডেনডর্ফ ও অন্যেরা হচ্ছে তারাই যারা হরতাল-প্রয়াসী শ্রমিকদের বিরুদ্ধে বেয়নেট ও বন্দুক চালাবার বন্দোবস্ত করে ও ভবিষ্যতেও করবে। যদি তোমরা তোমাদের স্বাধীনতার জন্যে, ক্যাপিটালিষ্টদের অধীনতা থেকে মুক্তি পাবার জন্যে মাথা তোলো, তাহলে দেখবে যে তোমাদের রক্তে স্নান করবার জন্যে এরা প্রতি মুহূর্ত্তেই প্রস্তুত। সমস্ত দ্বিধা দূর করে এদের

ধ্বংস কর। ভিল্‌হেলম্‌ হোহেনসোৎলারন্‌ থেকে ফ্রককোটধারী সাইডেমান (ঘোরতর প্রতিক্রিয়াশীল সোশাল ডেমোক্রাটিক নেতা) পর্য্যন্ত বিস্তৃত তোমাদের শত্রুদের দল।”

আর্থিক অসচ্ছলতার সঙ্গে যুদ্ধ করে ও পুলিশ ও চরদের সমস্ত অভিসন্ধিকে বিফল করে লিব্‌ক্নেখ্‌ট বিপ্লব-ব্রতে আপনাদের সম্পূর্ণভাবে উৎসর্গ করেছে এমন কতিপয় সহকর্ম্মীদের সাহায্যে এই ধরণের হাজার হাজার ইস্তাহার ছাপিয়ে শ্রমিকদের ও সৈনিকদের মধ্যে বিতরণ করতে লাগলেন।

১৯১৬ সালের গোড়ার দিকে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের কার্য্যসমূহে ঘোরতর অসন্তুষ্ট হ'য়ে একদল সোশালিষ্ট তরুণেরা জেনা সহরে এক কন্‌ফারেন্স ডাকে। লিব্‌ক্নেখ্‌ট জেনাতে গিয়ে এই সমস্ত বিক্ষিপ্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দলদের একটি বিপ্লবমূলক প্রোগ্রামের বাঁধুনি দিয়ে বেঁধে একটি বিপ্লবপন্থী দল গড়ে তোলবার চেষ্টা করতে

লাগলেন। লিব্‌ক্নেখ্‌ট এই তরুণদের বার বার করে বুঝিয়ে দিতে লাগলেন যে বুর্জোয়া তরুণদের যুদ্ধের প্রোপাগাণ্ডার বিরুদ্ধে আন্দোলন চালানোর যেমন বিশেষ প্রয়োজন আছে ঠিক তেমনি প্রয়োজন আছে ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সমর্থক সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের বিশ্বাসঘাতক নেতাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন চালনা করবার। শ্রমিক তরুণদের আন্দোলন, বুর্জোয়া তরুণদের গানবাজনা, আমোদ প্রমোদের আন্দোলন নয়, শ্রমিক তরুণদের আন্দোলন হচ্ছে শ্রেণীসংঘাতের আন্দোলন, ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের বিরুদ্ধাচরণ করবার আন্দোলন, ক্যাপিটালিষ্টদের শোষণকে ধ্বংস করবার আন্দোলন, এক কথায় কমিউনিষ্ট বিপ্লবের আন্দোলন। এই কন্‌ফারেন্সে যে বিপ্লবমূলক প্রস্তাব গৃহীত হয়, সে প্রস্তাব হচ্ছে একমাত্র লিব্‌ক্নেখ্‌টের অসামান্য বিপ্লবমূলক আন্দোলন ও প্রচেষ্টার ফল। সমস্ত বিক্ষিপ্ত, ইতস্ততঃকারী তরুণদের মনে বিপ্লবের শিখা জ্বালিয়ে দিয়ে সমস্ত

দ্বিধা ও ভয়কে ভস্মীভূত করতে লিব্‌ক্লেখ্‌ট সেদিন আপনার অসাধারণ ব্যক্তিত্বকে নিয়োগ করেছিলেন। লিব্‌ক্লেখ্‌টের নেতৃত্বে লিখিত কনফারেন্সের প্রধান প্রস্তাবে সোশালিষ্ট তরুণদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে এই নিম্নলিখিত মত প্রকাশ করা হয়,—

"এই কন্‌ফারেন্স কাজের নীতি ও পন্থা সম্বন্ধে সমস্ত সুবিধাবাদী মতবাদের তীব্র প্রতিবাদ করছে। সোশাল ডেমোক্রাটিকদলের সুবিধাবাদী মতবাদের বিরুদ্ধে যে আন্দোলন গড়ে উঠেছে, সেই আন্দোলনকে অনিশ্চিত ও আধাআধি মতবাদের বিরুদ্ধে তীব্র সমালোচনা করতে হবে। প্রথমে মতবাদের পরিষ্কার ধারণা, পরে লোকবলের বৃদ্ধিসাধনের প্রয়াস। এই কন্‌ফারেন্স মাতৃভূমির রক্ষাসম্বন্ধীয় ও যুদ্ধের সময় জাতীয় শ্রেণীগত মৈত্রী সম্বন্ধে মিথ্যা লোকঠকানো বুলির প্রতিবাদ করছে এবং আন্তর্জাতিক একতাকে সমস্ত কর্ত্তব্যের মধ্যে প্রধানতম কর্ত্তব্য বলে নির্দ্দেশ করছে। অধিকন্তু এই কন্‌ফারেন্স ঘোষণা করছে যে প্রত্যেক শ্রেণী-

সত্ত্বা-সচেতন শ্রমিকের কর্ত্তব্য হচ্ছে এই শাসক শ্রেণী-শাসিত রাষ্ট্রের ও শাসক শ্রেণীর ধ্বংস করা, ইম্পিরিয়াল যুদ্ধের সমর্থনের প্রত্যেক মতবাদকে সোশালিষ্ট মতবাদের দ্বারা চূর্ণ করা এবং পার্লামেন্টিয় শান্তির ধ্বংস সাধন করা।"

এই প্রস্তাবকে কার্য্যে পরিণত করে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার জন্যে ১৯১৬ সালের এপ্রিল মাসের শেষাশেষি লিব্‌ক্লেখ্‌টের প্রেরণায় এক বিরাট শোভাযাত্রার আয়োজন করা হয়। হাজারে হাজারে শ্রমিক এই শোভাযাত্রায় যোগ দিয়ে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে তাদের প্রতিবাদ জানায়। ১৯১৬ সালের ১লা মে তারিখে বার্লিনের পোষ্টডামার প্লাট্‌জ নামক জায়গায় রাত আটটার সময় লিব্‌ক্লেখ্‌ট পথের পথিকদের মধ্যে যুদ্ধের বিরুদ্ধে ও সোশাল ডেমোক্রাটিকদলের নেতাদের বিশ্বাসঘাতকতার বিরুদ্ধে ছাপানো ইস্তাহার বিতরণ করতে থাকেন। শ'দুয়েক লোক লিব্‌ক্লেখ্‌টকে

ঘিরে জড় হয় তাঁর বক্তৃতা শোনবার জন্যে। ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ দলিত হউক, জার্ম্মান গভর্ণমেন্টের পতন হউক এই বলে তাঁর অতি সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা শেষ করবার সঙ্গে সঙ্গে দলে দলে পুলিশ এসে লিব্‌ক্নেখ্‌টকে ঘিরে ফেলে ও গ্রেপ্তার করে নিয়ে যায়। জেলেতে তাঁর প্রতি সাধারণ চোর ডাকাতের চেয়েও খারাপ ব্যবহার করা হয়। অবিশ্যি ভারতবর্ষে ব্রিটিশ ইম্পিরিয়ালিষ্ট গভর্ণমেন্ট বিপ্লবীদের প্রতি জেলের মধ্যে যে অমানুষিক ব্যবহার করে থাকে তার সঙ্গে তুলনা করলে লিব্‌ক্নেখ্‌টের প্রতি জেলে যে সব অত্যাচার করা হয়েছিলো তা আমাদের ভারতবর্ষীয়দের কাছে হয়তো ততটা খারাপ বলে নাও মনে হ'তে পারে। বই পড়বার অধিকার থেকে তাঁকে বঞ্চিত করা হলো। মধ্যে মধ্যে আহারও বন্ধ করে দেওয়া হতে লাগলো। রাত্রির পর রাত্রি তাঁকে জবানবন্দী দেবার জন্যে জাগিয়ে রাখা হলো। এই রকম বিবিধ উপায়ে জার্ম্মান গভর্ণমেন্ট লিব্‌ক্নেখ্‌টকে

দমিয়ে দিয়ে তাঁকে বিপ্লবের পথ থেকে সরিয়ে দেবার চেষ্টা করতে লাগলো। এই সব অত্যাচার ভোগ করার পরে তিনি ৮ই মে তারিখে বার্লিনের রাজকীয় বিচারকদের লিখলেন—"আজ সমস্ত পৃথিবীর শ্রমিকদের হ'য়ে সোশাল ডেমোক্রাট, আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালিজমের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে থাকে। যেখানে সে যুদ্ধ করবার সুবিধে পায় ও যেখানে তার যুদ্ধ সব চেয়ে ফলবান হবে মনে করে সেখানেই সে যুদ্ধ করে। সেই যুদ্ধের ক্ষেত্র হচ্ছে তার আপন দেশ। আন্তর্জাতিক শ্রমিকদের হয়ে সে তার আপন দেশের গভর্ণমেন্টের ও আন্তর্জাতিক ক্যাপিটালিজমের প্রতিনিধি তার আপন দেশের শাসকশ্রেণীর বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালায়।"

চারমাস ধরে এই বিচারের অভিনয় চালাবার পর ২৩শে আগষ্ট তারিখে সামরিক বিচারালয়ের বিচারে লিব্‌ক্লেখ্‌ট আড়াই বছরের জন্যে কারাদণ্ডে দণ্ডিত হলেন। ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সমর্থকেরা লিব্‌ক্লেখ্‌টের এই "সামান্য" দণ্ডে ঘোরতর অসন্তোষ

প্রকাশ করতে লাগলো। সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের মুখপত্র “ফরভের্টস” এই “অল্প” সাজার বিরুদ্ধে ঘোরতর আপত্তি তুলে লিখলো, “এ রকম জঘন্য স্বদেশদ্রোহীর পক্ষে সব চেয়ে গুরুতর দণ্ডও যথেষ্ট নয়।” জার্ম্মান ইম্পিরিয়ালিষ্টরা সোশ্যাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতাদের মনের ইচ্ছা আঁচ করে লিব্‌ক্লেখ্‌টের কারাদণ্ড আড়াই বৎসর থেকে চার বৎসরে বাড়িয়ে দিলো। বিচারালয়ে তাঁর জবানবন্দী দেবার সময় লিব্‌ক্লেখ্‌ট ইম্পিরিয়ালিষ্ট-দের ও তাদের সহায়ক সোশ্যাল ডেমোক্রাটদের যে কথা শুনিয়েছিলেন, সে কথা পৃথিবীর প্রত্যেক দেশে ইম্পিরিয়ালিষ্টদের বিচারালয়ে কমুনিষ্টদের মুখ থেকে ধ্বনিত হোক। লিব্‌ক্লেখ্‌ট বলেন—

“কারাগার? সম্মানহানি? তোমাদের মর্য্যাদা-জ্ঞান আর আমার মর্য্যাদাজ্ঞান এক বস্তু নয়। আমি তোমাদের বলছি, কোন জেনারাল তার ইউনিফর্ম্ম পরে, ততটা গর্ব্ব অনুভব করে নি যেমন আমি আমার এই কয়েদীর পোষাক পরে অনুভব

করছি। আত্মরক্ষা করবার জন্যে আমি এখানে আসি নি। তোমাদের অপরাধের জন্য তোমাদের অভিযুক্ত করবার জন্যে আমি এখানে এসেছি। দেশের মধ্যে শান্তি আনা আমার উদ্দেশ্য নয়। আমার মতে অন্তর্বিপ্লব হচ্ছে মুক্তির পথ। ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধ দলিত হোক। গভর্ণমেণ্টের পতন হোক।"

কারাগারের প্রাচীরের অন্তরালে লিব্‌ক্নেখ্‌ট অন্তর্ধান হলেন। কারাপ্রাচীরের বাইরে জগতের সঙ্গে তাঁর সম্বন্ধ প্রায় ছিন্ন হয়ে গেলো বল্লেও চলে। বাইরে থেকে সহকর্ম্মীরা ও লিব্‌ক্নেখ্‌টের স্ত্রী সোনিয়া বহু আয়াস স্বীকার করে তাঁর সঙ্গে গোপনে চিঠি চালাচালির বন্দোবস্ত করলেন। লিব্‌ক্নেখ্‌টকে জেলের মধ্যে ঠোঙা তৈরী করবার কাজে নিযুক্ত করা হয়েছিলো। এই সুযোগ নিয়ে লিব্‌ক্নেখ্‌ট খুব পাত্‌লা কাগজ সংগ্রহ করে সেই কাগজে প্রবন্ধের পর প্রবন্ধ লিখে বাইরে সহকর্ম্মী-দের কাছে পাঠিয়ে দিতে সুরু করেন। কোন

অত্যাচারই এই বিপ্লবীর অদম্য বিশ্বাসকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে নি। কারাবাসের শেষদিন পর্য্যন্ত তিনি কারগার থেকে জার্ম্মান শ্রমিকের বিপ্লব-আন্দোলনকে চালনা করেছেন।

১৯১৮ সালের প্রথম দিকে লুডেন্‌ডর্ফ যখন যুদ্ধের জন্যে তিন লক্ষ লোক যোগাড় করবার প্রস্তাব করে তখন যুদ্ধ বিভাগের মন্ত্রী বলতে বাধ্য হয় যে সারা দেশ আঁচড়েও তিন লক্ষ নতুন সৈনিক যোগাড় করা সম্ভব হবে না। লুডেন্‌ডর্ফ তার উত্তরে বলে, "সোশালিষ্ট এবার্ট আমাদের তিন লক্ষ লোক যোগাড় করে দেবে।"

যুদ্ধের সময় সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের উপর ইম্পিরিয়ালিষ্টদের কি অগাধ বিশ্বাস ও নির্ভরতা ছিল তা' লুডেন্‌ডর্ফের কথা থেকে পরিস্ফুট হচ্ছে। যুদ্ধের সূত্রপাত থেকে যুদ্ধের শেষ পর্য্যন্ত এবার্ট, নস্কে, সাইডেমান্‌ প্রভৃতি সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতারা ইম্পিরিয়াল জার্ম্মান গভর্ণমেণ্টের এজেণ্ট হিসেবে শ্রমিক আন্দোলনে কাজ করতে থাকে।

১৯১৮ সালের জানুয়ারী মাসে গোলাবারুদের কারখানার শ্রমিকেরা ও কিল বন্দরে জাহাজের খালাসীরা ধর্ম্মঘট সুরু করে। অতি অল্প সময়ের মধ্যে এই ধর্ম্মঘটের সংক্রামতা জার্ম্মানীর সমস্ত শ্রমিকদের মধ্যে ছড়িয়ে পড়লো। এই দেশব্যাপী ধর্ম্মঘটের আন্দোলনের ভিতর থেকে বিপ্লব মাথা নাড়া দিয়ে উঠলো। এই বিপ্লব-আন্দোলনের চাপেই কাইসারের গভর্ণমেণ্ট ১৯১৮ সালের ২১শে অক্টোবর লিব্‌ক্লেখ্‌টকে লুকাউয়ের জেল থেকে মুক্তি দিতে বাধ্য হয়। ২৩শে অক্টোবর বার্লিনের হাজার হাজার শ্রমিক কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌টকে সম্বর্দ্ধনা করবার জন্যে বার্লিনের আন্‌হাল্‌টার ষ্টেশনের সামনে সমবেত হোলো। পুলিশের চররা শ্রমিকদের ধাপ্‌পা দিয়ে আন্‌হাল্‌টার ষ্টেশনের সামনে থেকে সরিয়ে দেবার মতলবে গুজব ওঠালো যে, যে ট্রেনে লিব্‌ক্লেখ্‌ট বার্লিনে আসছেন সেই ট্রেন আন্‌হাল্‌টার ষ্টেশনে না এসে বার্লিনের অন্য এক ষ্টেশনে আসবে। শত চেষ্টা করেও কিন্তু পুলিশ

সেই বিপুল জনসঙ্ঘকে সেখান থেকে সরাতে পারলে না। ট্রেন এসে দাঁড়ালো। হাজার হাজার কণ্ঠে "লিব্‌ক্নেখ্‌টের জয়", "বিপ্লবের জয়" বজ্রনির্ঘোষে ধ্বনিত হোলো। ১৯১৬ সালের পয়েলা মে তারিখে পোষ্টাডামার প্লাটজ্‌ বলে বার্লিনের যে জায়গায় যুদ্ধের বিরুদ্ধে বক্তৃতা করার অপরাধে তিনি কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছিলেন সেই স্থানে এই বিপুল জনসঙ্ঘ শোভাযাত্রা করে লিব্‌ক্নেখ্‌টকে কাঁধে তুলে নিয়ে এলো। আড়াই বৎসর আগে যেখানে দাঁড়িয়ে তিনি ইম্পিরিয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের পতনের জন্যে সকলকে বিপ্লবের অস্ত্র ব্যবহার করবার জন্যে আহ্বান করেছিলেন সেই জায়গাতে দাঁড়িয়ে তিনি এই বিরাট জনসঙ্ঘকে আহ্বান করলেন জার্ম্মানীর ইম্পিরিয়ালিষ্ট গভর্ণমেণ্টের ধ্বংস সাধন করবার জন্যে। তাঁর তেজোদীপ্ত কণ্ঠস্বরের সঙ্গে সুর মিলিয়ে সেই বিরাট জনসঙ্ঘ গর্জ্জে উঠলো—"ইম্পিরিয়াল গভর্ণমেণ্টের পতন হোক।" কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌টের প্রত্যাবর্ত্তনের

সঙ্গে সঙ্গে বার্লিনের বিপ্লব-আন্দোলন আবার সঞ্জীবিত হয়ে উঠলো। তরুণ শ্রমিক-বিপ্লবীদের সাহায্যে ফ্যাক্টরীর শ্রমিকদের মধ্যে ইস্তাহার বিলি করে তাদের আসন্ন বিপ্লবের জন্যে তৈরী করে তোলা হোলো। ২রা নভেম্বর তারিখে শ্রমিক ও সৈনিক সঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির এক গুপ্ত অধিবেশনে বার্লিনে বিপ্লব সুরু করবার প্রণালী সম্বন্ধে আলোচনা করে সিদ্ধান্ত করা হয় যে ৪ঠা নভেম্বর তারিখে বার্লিনের শ্রমিকেরা ধর্ম্মঘট জারি করে ফ্যাক্টরী ত্যাগ করবে ও বিপ্লব সুরু করে দেবে। ২রা নভেম্বর সন্ধ্যাবেলা বার্লিনের বিপ্লব সঙ্ঘের নেতারা পরামর্শ করবার জন্যে একত্রিত হন। সেই সন্ধ্যের অধিবেশনে বারনষ্টাইন্‌, দিটমান্‌ প্রভৃতি বিশ্বাসঘাতক সোশালিষ্ট নেতারা অপ্রত্যাশিতভাবে এসে উপস্থিত হয়। বিপ্লবের নীতি ও কৌশল সম্বন্ধে কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌টের সঙ্গে এই মেকী সোশালিষ্টদের ভীষণ কথা কাটাকাটি হয়। অনেক তর্কবিতর্কের পর স্থির হোলো যে

৪ঠা নভেম্বর তারিখের পরিবর্ত্তে ৬ই নভেম্বর বিপ্লব সুরু করা হবে। এদিকে পুলিশ বিপ্লবের আয়োজনের আঁচ পেয়ে আন্দোলনকে দমন করবার জন্যে পুরোপুরি তৈরী হয়ে রইলো। ৬ই নভেম্বর বার্লিনের বিপ্লবসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির যে বিশেষ অধিবেশন হবার কথা ছিলো পুলিশের বাধা দানে সেই অধিবেশন ঘটতে পারলো না। ৮ই নভেম্বর কার্য্যকরী সমিতির গুপ্ত অধিবেশনের চেষ্টা পূর্ব্বের মতই পুলিশের বাধায় বিফল হোলো। লিব্‌ক্লেখ্‌ট বুঝলেন যে আর দেরী করলে সমস্ত আয়োজন দীর্ঘকালের মত পণ্ড হয়ে যাবে। সেই অবস্থায় যত শীঘ্র সম্ভব বিপ্লব সুরু করে দেওয়াই হচ্ছে বিপ্লবকে সফল করার একমাত্র উপায়। যতই বাধা আসুক না কেন পরের দিন ৯ই নভেম্বর শ্রমিকদের কলের কাজ ত্যাগ করে বের হয়ে পড়বার জন্যে আহ্বান করতে লিব্‌ক্লেখ্‌ট বদ্ধপরিকর হলেন। কয়েক ঘণ্টা মাত্র সময় হাতে ছিলো। সেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে বার্লিনের অসংখ্য শ্রমিকদের

পরের দিন সকাল বেলা কাজ বন্ধ করে রাস্তায় বের হয়ে আসবার জন্যে তৈরী করে তোলা যে কতদূর শক্ত কাজ ছিলো তা সহজেই অনুমেয়। গভীর রাত পর্য্যন্ত লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা শ্রমিক পল্লীগুলিতে ঘুরে ঘুরে পরের দিন সকালের বিপ্লবের জন্যে শ্রমিকদের তৈরী করলেন। সেই দিন সন্ধ্যেবেলা বিপ্লবসঙ্ঘের কার্য্যকরী সমিতির শেষ গুপ্ত অধিবেশনের জন্যে লিব্‌ক্লেখ্‌ট প্রভৃতি বিপ্লবীরা একটি নির্দিষ্ট জায়গায় সমবেত হলেন। সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের অনেক "গণ্যমান্য" নেতা সেই অধিবেশনে হাজির হয়ে পূর্ব্বের মতই প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলো বিপ্লবের আরম্ভ কালকে কিছুদিনের মত স্থগিত রাখতে। লিব্‌ক্লেখ্‌ট তার উত্তরে বল্লেন, "বিপ্লব সুরু করতেই হবে। আমরা সুরু করবই। সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতারা চাউক বা না চাউক আমরা কাল সকালে পথে বের হবো ও দল বেঁধে চলবো।" সেই সন্ধ্যেবেলা বে-আইনী সৈনিকসঙ্ঘের গুপ্ত অধিবেশনে

সৈনিকদের অনুরোধ করা হলো যে তারা যেন পরদিন ভোরবেলা তাদের অফিসারদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে বন্দী করে রাখে ও সমস্ত ক্ষমতা আপনাদের হাতে নেয়।

৯ই নভেম্বর ভোর পাঁচটার সময় লিব্‌ক্নেখ্‌ট তাঁর সহকর্মীদের নিয়ে পথে বের হয়ে পড়লেন। সেইদিনই ভোরবেলা প্রায় দুশো পঞ্চাশ জন জাহাজের খালাসী কিল বন্দর থেকে বার্লিনে এসে পৌঁছায়। তারা বার্লিনে পৌঁছানো মাত্র একদল পল্টন তাদের বন্দী করে নিয়ে কিলে চালান করবার জন্যে বার্লিনের গোরলিট্‌সাৎর ষ্টেশনের দিকে নিয়ে যেতে থাকে। এই খবর পাবামাত্র এই খালাসীদের মুক্তি করে বিপ্লবের সাহায্য হয় এমনতর কাজে তাদের নিযুক্ত করবার বন্দোবস্ত করা হলো। একদল সশস্ত্র শ্রমিক গভর্ণমেণ্টের অতি বিশ্বাসী এই পল্টনদের আক্রমণ করে তাদের অস্ত্রশস্ত্র কেড়ে নিয়ে খালাসীদের মুক্তি করে ও তাদের হাতে সেই অস্ত্র তুলে দেয়।

সকাল আটটা থেকে বার্লিনের সমস্ত কল থেকে পুরুষ ও মেয়ে শ্রমিকেরা দলে দলে লাল নিশান নিয়ে রাস্তা দিয়ে চলতে লাগলো। বার্লিনের সৈনাবাসে সৈনিকেরা তাদের অফি-সারদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে নিরস্ত্র করলো বটে কিন্তু তাদের বন্দী করে না রেখে তাদের সেনাবাস থেকে বের হয়ে যেতে দিলো। এই প্রচণ্ড ভুলই জার্ম্মানীতে বিপ্লবের পরাজয়ের একটি প্রধান কারণ।

৯ই নভেম্বর সকাল বেলা সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের কার্য্যনির্ব্বাহক সমিতির তরফ থেকে বার্লিনের শ্রমিকদের সম্বোধন করে প্রত্যেক কলে হাজার হাজার ইস্তাহার বিলি করা হলো। এই ইস্তাহারে বুর্জোয়াদের পা-চাটা এই পশুর অধম সোশালিষ্ট নেতারা লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও তাঁর স্পার্টাকুস দলের লোকদের সঙ্গে শ্রমিকরা যাতে যোগ না দেয় তার জন্যে শ্রমিকদের আদেশ করে। বিপ্লবকে প্রতিহত করবার জন্যে তারা কোন চেষ্টারই ত্রুটী করলো না।

সকাল সাতটার সময় লিব্‌ক্লেখ্‌ট কয়েকজন সহকর্মীদের সঙ্গে নিয়ে শ্রমিক ও সৈনিকদের বে-আইনী সঙ্ঘের আফিসে গিয়ে হাজির হলেন। এমন সময় অপ্রত্যাশিতভাবে খবর এলো যে হাজার হাজার শ্রমিক বার্লিনের চতুর্দ্দিক থেকে কলের কাজ ত্যাগ ক'রে রাস্তা দিয়ে দল বেঁধে চলেছে। খবর পাবামাত্র লিব্‌ক্লেখ্‌ট সেই জনসঙ্ঘের মধ্যে গিয়ে হাজির হয়ে অগ্নিময়ী বক্তৃতা দ্বারা তাদের সন্দীপিত করে তাদের সঙ্গে পথ চলতে লাগলেন। বার্লিনের পোষ্টডামার ষ্ট্রীটের কাছে যখন এই মিছিল এসে পৌঁছলো তখন অন্যদিক থেকে লাল পতাকা হাতে, মোটরের উপর মেসিন গান নিয়ে দলে দলে জাহাজের নাবিকরা এসে মিছিলে যোগদান করলো। সেই বিরাট মিছিল সহরের প্রধান প্রধান রাস্তা ঘুরে কাইসারের প্রাসাদের উদ্যানে এসে থামলো। প্রাসাদের উদ্যানে আগে থেকেই লক্ষাধিক লোক জড়ো হয়েছিলো। প্রাসাদের চূড়ায় যেখানে কাইসারের নিশান উড়তো সেখানে বিপ্লবের লাল

নিশান উড়তে লাগলো। প্রাসাদের যে বারাণ্ডা থেকে ১৯১৪ সালের আগষ্ট মাসে কাইসার ভিল্‌হেলম ইম্পিরিয়ালিষ্ট যুদ্ধের সমর্থন করে বক্তৃতা করেছিলো সেই বারণ্ডা থেকে কার্ল লিব্‌ক্লেখ্‌ট এই বিরাট জনসঙ্ঘকে সম্বোধন করে বক্তৃতা সুরু করলেন। তাঁর বক্তৃতার এক জায়গায় তিনি বল্লেন, "শ্রমিক, তোমার পূর্ব্বতন শত্রুদের উপর কড়া নজর রাখো। এই শত্রুরা বর্ত্তমান কালে তোমার 'বন্ধু' হতে চায়। এই বন্ধুদের মধ্যেই জার্ম্মান শ্রমিকদের শত্রু, বিশ্বাসঘাতী বিপ্লবের শত্রু লুকিয়ে আছে। বিপ্লবকে সুদৃঢ় কর। বিপ্লবের সীমাকে বিস্তৃত করো ও এগিয়ে নিয়ে চলো।"

সন্ধ্যে সাতটার সময় লিব্‌ক্লেখ্‌ট তাঁর সহ-কর্ম্মীদের নিয়ে জার্ম্মান পার্লামেন্ট-ভবনে এসে উপস্থিত হলেন। সেখানে আগে থেকেই সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতারা এসে জুটেছিলো। লিব্‌ক্লেখ্‌ট ঘরে প্রবেশ করা মাত্র সোশালিষ্ট নেতা এমিল বার্থ চীৎকার করে উঠলো "কোথায়

ছিলেন আপনি এতক্ষণ? সকাল এগারটা থেকে আমরা এখানে বসে আছি নতুন গভর্ণমেণ্ট রচনা করবার আলোচনার জন্যে। শান্তস্বরে লিব্‌ক্নেখ্‌ট উত্তর দিলেন "আমি শ্রমিকদের সঙ্গে রাস্তায় ছিলুম। সেইখানেই আমার যথার্থ স্থান।" কিছু পরে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মুখপাত্র স্বরূপ ফিলিপ সাইডেমান্‌ সেই ঘরে এসে উপস্থিত হলো। সাইডেমান্‌ লিব্‌ক্নেখ্‌টকে নতুন গভর্ণমেণ্টে যোগদান করবার জন্যে অনুরোধ করলো। লিব্‌ক্নেখ্‌ট বল্লেন যে সর্ত্তে আমি গভর্ণমেণ্টে যোগদান করতে পারি সেই সর্ত্তগুলি হচ্ছে এই ঃ—

প্রথম। সমস্ত পুলিশ ও সমস্ত অফিসারদের ও যে সব সৈনিক শ্রমিক শ্রেণীভুক্ত নয় তাদের নিরস্ত্র করতে হবে। শাসক সম্প্রদায়ভুক্ত লোকদেরও সম্পূর্ণ নিরস্ত্র করতে হবে।

দ্বিতীয়। শ্রমিক ও সৈনিক সঙ্ঘের দ্বারা সমস্ত অস্ত্রশস্ত্র ও অস্ত্রশস্ত্রের কারখানা বাজেয়াপ্ত করতে হবে।

তৃতীয়। বিশ্বাসী শ্রমিকদের সশস্ত্র করে বিপ্লবের অগ্রগতিকে সুনিশ্চিত করবার জন্যে লাল সৈন্যবাহিনী গড়ে তুলতে হবে।

চতুর্থ। বিপ্লবমূলক বিচারালয়ের প্রতিষ্ঠা করে যুদ্ধ আরম্ভ করার জন্যে ও যুদ্ধ দীর্ঘকাল চালানোর জন্যে দায়ী লোকদের, ক্যাপিটালিষ্ট ষড়যন্ত্রকারীদের ও বিপ্লবের বিরোধীদের বিচার করে দণ্ডের ব্যবস্থা করতে হবে।"

সাইডেমান উত্তরে বললো, "আমার দল আপনার এই সর্ত্তগুলি গ্রহণ করবে বলে আমার বিশ্বাস হয় না। যাই হোক পার্লামেণ্টের অন্য ঘরে আমার দলের অধিবেশন হচ্ছে। আপনার সর্ত্তগুলি সম্বন্ধে দলের মতামত খুবই শীঘ্র আপনারা জানতে পারবেন।"

রাত্তির দুটো পর্য্যন্ত লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও তাঁর সহ-কর্ম্মীরা এই উত্তরের অপেক্ষায় রহিলেন কিন্তু উত্তর এলো না।

সোশাল ডেমোক্র্যাটিক দলের এই নেতাদের

বিশ্বাসঘাতকতার সম্বন্ধে শ্রমিকদের সতর্ক করে দেবার জন্যে ১০ই নভেম্বর তারিখের "রোটে ফানে" (লাল নিশান) পত্রিকায় লিব্‌ক্নেখ্‌ট লিখলেন, "শ্রমিক ও সৈনিক, সঙ্ঘবদ্ধ হও। তোমাদের ক্ষমতাকে যতদূর সম্ভব সুদৃঢ় করো। অস্ত্র হাতে রাখো। জয়শীল লাল নিশানের তলায় এগিয়ে চলো।"

১১ই নভেম্বর লাল সৈনিক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠা করা হলো। "লাল সৈনিক সঙ্ঘ" "স্পার্টাকুস দল" প্রভৃতি বিপ্লব-মূলক প্রতিষ্ঠানগুলিকে গড়ে তুলে তাদের বিপ্লবের পথে চালিত করার কাজে লিব্‌ক্নেখ্‌ট সমস্ত মন প্রাণ দিয়ে লেগে গেলেন। তা ছাড়া "রোটে ফানে" পত্রিকার সম্পাদনার ভার তাঁর উপরই ন্যস্ত ছিলো। রাতের পর রাত ছাপাখানার বেঞ্চির উপর কয়েক ঘণ্টার জন্যে ঘুমিয়ে নিয়ে ভোর হ'তে না হ'তে তিনি কাজ সুরু করতেন। ২৪শে ডিসেম্বর তারিখে সন্ধ্যাবেলায় সোশাল ডেমোক্রাটিক নেতা নস্কে ও এবার্ট বিপ্লবী নাবিকদের

দ্বারা অধিকৃত রাজপ্রাসাদকে পুনঃ অধিকার করবার জন্যে একদল বিপ্লব-বিরোধী সৈন্য পাঠিয়ে দিলো। বিপ্লবী নাবিকরা কয়েকদিন ধরে প্রাণপণে বাধা দিতে লাগলো। সশস্ত্র শ্রমিকরা নাবিকদের সাহায্য করবার জন্যে এলো বটে কিন্তু তৎসত্ত্বেও যুদ্ধের উৎকৃষ্টতর সরঞ্জামের অধিকারী হওয়ায় ও সংখ্যাধিক্য বশতঃ এবার্ট ও নস্কের সৈন্যেরা প্রাসাদ দখল করলো। ঘনায়মান বিপদ দেখে স্পার্টাকুস দল কলের শ্রমিকদের মধ্যে যত শীঘ্র সম্ভব অস্ত্র বিতরণ করবার ব্যবস্থা করতে লাগলো। বার্লিনের পুলিশদের কর্ত্তা আইখ্‌হর্ণ শ্রমিকদের সশস্ত্র করবার কাজে প্রাণপণ সাহায্য করলেন। বিপ্লবী শ্রমিক-সঙ্ঘগুলির সঙ্গে বিপ্লববিরোধী সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের সংঘর্ষ দিন দিন বৃদ্ধি পেতে লাগলো। এই সংঘর্ষের কালেই স্পার্টাকুস দল কমুনিষ্ট পার্টি পত্তন করবার জন্যে এক অধিবেশন ডাকে। ১৯১৮ সালের ৩০শে ডিসেম্বর তারিখে বেলা দশটার সময় সমস্ত জার্ম্মানী থেকে শ্রমিকদের শতাধিক প্রতিনিধি

বার্লিনে এসে অধিবেশনে যোগদান করেন। কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গের নেতৃত্বে সে দিন জার্ম্মানীর কমুনিষ্ট পার্টির প্রতিষ্ঠা হলো।

এই ক্ষুদ্র কমুনিষ্ট পার্টি সময়ে যে ক্যাপিটালিষ্টদের বিপদের কারণ হবে তা খুবই সঠিক আঁচ করে জার্ম্মান রিপাব্‌লিকের সোশালিষ্ট প্রেসিডেন্ট এবার্ট কমুনিষ্ট দলের পত্তন থেকেই তাকে দাবিয়ে দেবার চেষ্টা করতে সুরু করে। সশস্ত্র শ্রমিকদের যেমন করে হোক উত্তেজিত করে তুলে গভর্ণমেন্টের সৈন্যবলের দ্বারা তাদের হত্যা করবার মতলবে ১৯১৯ সালের ৪ঠা জানুয়ারী তারিখে এবার্ট বার্লিনের পুলিশ-কর্ত্তা শ্রমিক-বন্ধু আইখ্‌হর্ণকে পদচ্যুত করে। লিব্‌ক্নেখ্‌টের নেতৃত্বে বিপ্লবী শ্রমিক সঙ্ঘের নেতাদের এক অধিবেশনে সিদ্ধান্ত করা হয় যে এবার্টের গভর্ণমেণ্টকে যে উপায়ে হোক ধ্বংস করতে হবে। ৬ই জানুয়ারী রাত্রিবেলা সশস্ত্র শ্রমিকেরা সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মুখপত্র "ফরভের্টসের" আফিস এবং মোসেস ও

৭

উল্‌ষ্টাইনের সংবাদপত্রের অফিসগুলি দখল করে বসে। সহরের রাস্তায় রাস্তায় শ্রমিক, সৈনিক ও নাবিকেরা এবার্ট-গভর্ণমেণ্টের পল্‌টনের সঙ্গে মরণ পণ করে লড়তে লাগলো। ৬ই জানুয়ারী তারিখে সোশাল ডেমোক্রাটিক দল যুদ্ধবিভাগের মন্ত্রী রাইন্‌হার্ডের সম্মতি নিয়ে এই বিপ্লব দমন করবার জন্যে সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের অন্যতম নেতা নস্কেকে বার্লিনে গভর্ণমেণ্টের সেনাদলের নায়ক নিযুক্ত করে। এই পিশাচ নস্কের আদেশে শত শত শ্রমিক বিনা বিচারে নৃশংসভাবে নিহত হয়। কাইসারের জেনারেলদের সঙ্গে সোশাল ডেমো-ক্রাটিক দলের নেতারা একত্রে মিলে এই বিপ্লবকে পরাভূত করলো। ১২ই জানুয়ারী বিপ্লবী শ্রমিকেরা পরাজিত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয়ে পড়ে। পত্রিকাগুলির অফিস গভর্ণমেণ্টের পল্‌টনেরা আবার দখল করে নেয়।

বিপ্লব পরাজিত হবার পরমুহূর্ত থেকেই এবার্ট-সাইডেমান্‌-নস্কের গভর্ণমেণ্ট কার্ল লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও

রোজা লুক্সেম্‌বুর্গকে ধরবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা সুরু করে দিলো। ঘোষণা করা হলো যে যে এঁদের দুজনের সন্ধান দিতে পারবে কিম্বা এঁদের ধরিয়ে দিতে পারবে, তাকে প্রচুর পুরস্কার দেওয়া হবে। সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের মুখপত্র "ফরভের্টস" পত্রিকায় লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গকে হত্যা করবার জন্যে নস্কের পল্টনদের উৎসাহিত করা হলো। "ফরভের্টস" প্রচার করতে লাগলো যে হাজার হাজার শ্রমিকের মৃত্যুর জন্যে দায়ী লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও লুক্সেমবুর্গ বিপদ দেখে, টাকা ও প্রাণ বাঁচাবার জন্য হলাণ্ডে পালিয়ে গেছেন। ১৫ই জানুয়ারী তারিখের "রোটে ফানে" পত্রিকায় লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও লুক্সেমবুর্গ এই জঘণ্য মিথ্যার প্রতিবাদ করেন। পালিয়ে যাওয়া ত দূরে থাক নিজেদের জীবন সম্বন্ধে যতটা সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ছিলো ততটা সতর্কতাও এঁরা দুজনে অবলম্বন করেননি। বার্লিনের উইল্মার্সডর্ফ পল্লীতে লিব্‌ক্নেখ্‌টের ও লুক্সেম্‌বুর্গের সন্ধান পেয়ে নস্কের

অধীনস্থ একদল সৈনিক তাঁদের গ্রেপ্তার করে এই সৈন্যবিভাগের অফিসারদের আড্ডা ইডেন হোটেল নামে বার্লিনের বিখ্যাত হোটেলে তাঁদের নিয়ে যায়। সেখানে অফিসাররা এঁদের দুজনের উপর অমানুষিক অত্যাচার করতে ত্রুটি করলো না। হোটেলে এঁদের খুন করলে পাছে খুব শীঘ্র লোক জানাজানি হয়ে পড়ে এই ভয়ে এই পিশাচেরা হোটেল থেকে বার্লিনের মোয়াবিট নামক পল্লীর জেলখানায় এঁদের দুজনকে সৈনিক-ভর্ত্তি একটি মোটর গাড়ীতে করে নিয়ে যাবার বন্দোবস্ত করলো। পথে মোটরের মধ্যে লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গকে নির্ম্মমভাবে প্রহার করা হয়। নস্কের সৈনিকেরা বেয়নেটের বাঁট দিয়ে এঁদের ভীষণভাবে আহত করতে ত্রুটী করলো না। মোয়াবিটের জেলখানায় এঁদের নিয়ে না গিয়ে মাঝপথে বার্লিনের বিখ্যাত টিয়ার গার্ডেনের ধারে মোটর থামিয়ে এই পশুদল লিব্‌ক্নেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গকে সেই বাগানের মধ্যে এক নির্জ্জন যায়গায় নিয়ে গিয়ে গুলি মেরে নির্ম্মমভাবে হত্যা

করে। রোজা লুক্সেমবুর্গের মৃতদেহ তারা একটা কম্বলে মুড়ে খালের মধ্যে ফেলে দেয়। লিব্‌ক্নেখ্‌টের মৃতদেহ কুড়িয়ে পাওয়া এক অপরিচিত লোকের মৃতদেহ হিসাবে তারা বার্লিনের জু বাগানের ষ্টেশনের ধারে হাঁসপাতালে দিয়ে যায়।

এঁদের খুন করে কাইসারের জেনেরালদের ও সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের নেতাদের মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হলো। ক্যাপিটালিষ্টরা সাময়িকভাবে আপনাদের শ্রেণীগত ক্ষমতাকে বজায় রাখতে সক্ষম হোলো বটে, কিন্তু বিপ্লবমূলক মতবাদের যে বীজ লিব্‌ক্লেখ্‌ট ও রোজা লুক্সেমবুর্গ তাঁদের বুকের রক্তে সিক্ত করে জার্ম্মানীর শ্রমিকদের অন্তরে ছড়িয়ে চলে গেলেন, সে বীজ কি কখনো ব্যর্থ হ'তে পারে? জার্ম্মান বুর্জ্জোয়াদের সমস্ত অত্যাচার ও দমননীতি সত্ত্বেও সেই ক্ষুদ্র জার্ম্মান কমুনিষ্টপার্টি লক্ষ লক্ষ বিপ্লবী শ্রমিকের দলে পরিণত হয়েছে। গত কয়েক বৎসর জার্ম্মানীর সোশাল ডেমোক্রাটিক গভর্ণমেন্ট জার্ম্মান কমুনিষ্ট দলকে যত উপায়ে সম্ভব

বিধ্বস্ত করবার চেষ্টা করে এসেছে। তার ফল হয়েছে কিন্তু ঠিক উল্‌টো। জার্ম্মান শ্রমিকেরা সোশাল ডেমোক্রাটিক দলের এই প্রচেষ্টার অর্থ বুঝে দলে দলে কমুনিষ্ট দলে যোগ দিয়েছে। বর্ত্তমানে হিট্‌লারের ফাসিষ্ট গভর্ণমেন্ট জার্ম্মান সোশাল ডেমোক্রাটদের পন্থা অবলম্বন করে জার্ম্মান কমুনিষ্ট দলকে ধ্বংস করবার জন্যে উঠে পড়ে লেগেছে। এই ব্যর্থ চেষ্টার উত্তর আমরা লিব্‌ক্নেখ্‌টের কথা দিয়ে দিই—

"তোমরা আমাদের কারাগারে বন্ধ করলেও আমরা সজাগ থাকবো এবং সব কিছু সত্বেও আমাদের জয় হবেই হবে।"

সমাপ্ত